UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 04 ❑ 11 Apr., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাস

প্রতিনিধি : মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে মতুয়া সম্প্রদায়ের স্কুল শিক্ষককে প্রার্থী করলো কংগ্রেস জোট । রবিবার তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হয়েছে। বনগাঁ লোকসভায় প্রার্থী করল বাগদার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কংগ্রেস নেতা প্রদীপ বিশ্বাসকে। বছর ৫৬র প্রদীপবাবু বাগদার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক। কংগ্রেস

তৃতীয় পাতায়...

লস্কর ই তৈবার নামে হুমকি চিঠি শান্তনুকে

প্রতিনিধি : লস্কর ই তৈবার নাম করে বিদায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে হুমকি চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সোমবার ঠাকুরনগরে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে ওই চিঠি দেখান। শান্তনু বলেন," আমাকে লস্কর ই তৈবার নাম করে হুমকি চিঠি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সিএএ এনআরসি নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পরিবারের সকলকে শেষ করে দেওয়া হবে।" বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন জানিয়ে বলেন," রাজ্যের প্রশাসন সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে।

তৃতীয় পাতায়...

বারুণী মেলায় ভক্তের মৃত্যু

প্রতিনিধি ঃ বারুণী মেলায় প্রচন্ড ভিড় এবং গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক মতুয়া ভক্তের। দ্রুত চাঁদপড়া ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই তিনি মারা যান। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃত মহিলার নাম ভাগ্যবতী সরকার। বাড়ি নদীয়ার তেহট্টে। তার মৃতদেহ বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মতুয়া ভক্তরা জানালেন, সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে এবার জনসমাগম সব থেকে বেশি হয়। তাদের অনুমান, এবার মেলায় ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ মানুষ এসেছেন। উল্লেখ্য, এই মেলা চলবে ১২ ই এপ্রিল পর্যন্ত। মতুয়াদের ধর্মগুরু হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে ঠাকুরনগর

তৃতীয় পাতায়...

বারুণির মেলার মাঝেই বড়মা'র ঘরের দখল

শান্তনু, মঞ্জুলকৃষ্ণ সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ মমতার

প্রতিনিধি ঃ মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রয়াত প্রধান উপদেষ্টা বীণাপাণি ঠাকুরের ঘরে হামলার ঘটনায় অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর গাইঘাটা থানায় অভিযোগ করলেন। রবিবার রাতে তিনি অভিযোগ করেন বিদায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের তালিকায় আছেন শান্তনুর বাবা মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরও। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। রবিবার রাতে মমতা ঠাকুরের সঙ্গে থানায় গিয়েছিলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, "শান্তনু ঠাকুর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বড়মার ঘরে হামলা ঘটিয়েছে। ওঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট পেলেই প্রমাণ হয়ে যাবে"।

> "আমার ঠাকুর দাদার ঘর হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে হোক বা শাবল দিয়ে ভেঙে হোক, আমি দখল করেছি। কাউকে কোন কৈফিয়ত দেবো না।"- শান্তনু ঠাকুর

পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে মমতা ঠাকুর জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধ্যায় শান্তনু ঠাকুর লোকজন নিয়ে গেটের গ্রিলের তালা ভাঙে। তাদের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারাল অস্ত্র। আমাকে এবং আমার মেয়েকে জোর করে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়। নজরদারি ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়। মেলা সংক্রান্ত নথিপত্র চুরি করা হয়। মতুয়া ভক্তরা নিষেধ করতে গেলে তাঁদের মারধর করা হয়। শান্তনু ঠাকুর জানান, "কেন বড়মার ঘরে আমরা ঢুকতে পারব না? কেন আমরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হব? মহারাষ্ট্র থেকে উড়ে এসে পুরো বাড়িটা জবরদখল করে নিতে চাইছেন মমতা ঠাকুর। আমরাও বড় আন্দোলন করব।"

এ বিষয়ে অবশ্য শান্তনু ঠাকুর আরও বলেন, "আমার ঠাকুর দাদার ঘর হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে হোক বা শাবল দিয়ে ভেঙে হোক, আমি দখল করেছি। কাউকে কোন কৈফিয়ত দেবো না। ওই বাড়ি মমতা ঠাকুর এতদিন জোর করে দখল করে রেখেছিল। ওই বাড়িতে আমাদের অধিকার আছে, সেই অধিকার আমরা বুঝে নিয়েছি।" বড়মার ছবি হাতে মমতা মেয়েকে নিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় কাটাতে হচ্ছে। মতুয়ারা এর বিচার করুক।" সোমবার দুপুরে মমতাকে ঘর থেকে নথিপত্র ও মালপত্র বের করার সুযোগ করে দেন শান্তনুরা। তখন উপস্থিত ছিলেন শান্তনুর মা ও স্ত্রী। পুলিশের উপস্থিতিতে নথিপত্র মালপত্র বার করেন মমতা বালা। এদিন দেখা গেল, অশান্তির জেরে মেলায় আসা ভক্তদের অনেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, তারা ঠাকুরবাড়িতে শান্তি চান। গোলমাল চান না। শান্তনু ঠাকুর বলেন, "মতুয়া ভক্তরা চান বড়মার ঘরটিকে হেরিটেজ হিসাবে তৈরি করার। তাঁরা ঘরের চাবি চেয়েছিলেন। মমতা ঠাকুররা চাবি না দেওয়ায় তাঁরা তালা ভাঙতে বাধ্য হন। আমিও সহযোগিতা করেছিলাম।"

তৃতীয় পাতায়...

ফুটবলার বাছাই এর শিবির চাঁদপাড়ায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজধানী কলকাতার যুগশান্তি ক্লাব ও ওরিয়েন্ট ক্লাবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিশোর ও তরুণদের

মধ্যে থেকে সম্ভবনাময় ফুটবল খেলোয়াড় বাছাই করার দায়িত্ব পেয়েছে চাঁদপাড়ার স্বনামধন্য ফুটবলার ও প্রশিক্ষক সুজিৎ কুমার সিন্‌হা (সঞ্জু)।

সেই উদ্দেশ্যেই গত ১০ এপ্রিল চাঁদপাড়ার প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন মাঠে এবং ১১ এপ্রিল স্থানীয় ঢাকুরিয়া হাই স্কুল ময়দানে বাছাই পর্বের ফুটবল খেলার আয়োজন করেন। বিভিন্ন জেলা থেকে শ'খানেক উঠতি ফুটবল খেলোয়াড় বাছাই পর্বে অংশ গ্রহণ করেন। অনূর্দ্ধ ১৫ ও অনূর্ধ ১৬ বৎসর বয়সীদের মধ্যে থেকে ২৫জন করে দুটি গ্রুপে মোট ৫০জন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়।

এছাড়াও ৫জন করে দুটি গ্রুপে ১০ জন ফুটবলারকে অতিরিক্ত হিসেবে বাছাই করে রাখা হয়। প্রশিক্ষক সুজিৎ সিন্‌হা ছাড়াও বাছাই এর দায়িত্বে প্রাক্তণ ফুটবলার ও ফুটবল কোচ বিজয় হালদার। ছিলেন ঢাকুরিয়া হাই স্কুলের পরিচালন কমিটির সদস্য কাজল ঘোষ ও গাইঘাটার হাই স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক রামকৃষ্ণ মজুমদার।

প্রশিক্ষক শ্রী সিন্‌হা জানান, নির্বাচিত খেলোয়াড়গণ আগামী মে মাসে কলকাতার ময়দানে পঞ্চম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পাবে। দুদিনের বাছাইপর্বের খেলায় অংশগ্রহনকারী তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বাজ পড়ে মৃত কৃষক

প্রতিনিধি ঃ জমিতে কৃষিকাজ করবার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার বর্ণবেড়িয়া এলাকায়। মৃত কৃষকের নাম নেপাল হালদার (৩৮)। বর্ণবেড়িয়ার বাসিন্দা তিনি। মৃত কৃষকের দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃত কৃষক নেপাল হালদারের স্ত্রী ময়না হালদার জানিয়েছেন, রবিবার ভোর ৫টা থেকে ৫:৩০ নাগাদ তিনি ও তার স্বামী পটল ক্ষেতে যান কৃষি কাজ করতে। আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে স্বামী নেপাল হালদার বলেন তাকে বাড়ি চলে যেতে।

বাড়ি ফিরলে তার কাছে নেপালের সহ কর্মীরা ফোন করে জানায়, বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে তার স্বামীর। খবর খাওয়া মাত্রই ক্ষেতের দিকে ছুটে যান স্ত্রী ময়না হালদার। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান ক্ষেতে তার স্বামীর দেহ পড়ে রয়েছে। মৃত নেপাল হালদারের দুই ছেলে স্ত্রী ও মা- কে নিয়ে অভাবের সংসার।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ০৪ ❐ ১১ এপ্রিল, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

অশ্লীল নয়, শব্দ প্রয়োগ হোক সুসংহত

উচ্চনাদে সুললিত, সুমধুর ছন্দবদ্ধ ভাষা প্রয়োগই রাজনৈতিক বক্তাদের বিশেষত্ব। শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন, বক্তব্য-এর মাধুর্যমণ্ডিত ছন্দ, ভাষা প্রয়োগের কৌশল, সুনিপুন দক্ষতা যে কোন ভাষাবিদ্-ডক্টরেটদের অবলীলায় হার মানিয়ে দেয়। সাহিত্যে একটা কথা আছে— সাহিত্যে অশ্লীলতা বলে কিছু নেই। তবুও অনেক লেখক- নাট্যকার অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বক্তব্য-এর ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগ শ্লীলতা- অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়। চৈত্রের শেষ প্রহরে এমনিতেই তাপমাত্রার পারদ ৪০ ছুইছুই। তার উপর ভোটের তরজায় পরিবেশ যেন ১০০ ডিগ্রির কাছাকাছি। আমজনতা কেন যে রান্নার জন্য দুর্মূল্যের এলপিজি গ্যাস বা জ্বালানী কাঠের সাহায্য নিচ্ছে, সেটাই দুর্ভাবনার বিষয়! কোন নেতা দরাজ গলায় কাউকে বা পিতৃ পরিচয় ঠিক করতে বলছেন তো কেউবা আবার ডেঁপো ছোকরা বিশেষণে বিশেষিত হচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়। কেউ হচ্ছেন মাদক পাচারকারী তো কেউবা হচ্ছেন গাঁজাখোর। আবার কেউবা চরিত্রহীন হয়ে অন্যের গুষ্ঠির ষষ্ঠী পুজো করে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমজনতা কিন্তু ব্যক্তিগত কুৎসা চায় না। তারা চায় কাজ। তাইতো নিজের মূল্যবান ভোটটি প্রদান করে কোন ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করেন রাজকার্য পরিচালনার জন্য। এহেন হবু মন্ত্রী পারিষদবর্গ যদি রুচিহীন শব্দ প্রয়োগে গ্রীষ্মের তীব্রতাকে আরও বাড়িয়ে তোলেন, তাহলে পরিবেশ সুস্থির থাকে কেমনে! সাধারণ মানুষ চায়— শব্দ প্রয়োগ হোক সুসংহত। অন্যের কুৎসা প্রচার নয়, কর্ম যজ্ঞে সামিল হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ভোট যজ্ঞে অবতীর্ণ হোন।

রেনেসাঁস এর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা তথা রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান সংস্থা গোবরডাঙা রেনেসাঁস এর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। রাজ্যের এই প্রাচীন বিজ্ঞান সংস্থা ১৯৭৩ সালে পথ চলা শুরু করে। সংস্থার ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ৩ দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠান হয়। ১৫ মার্চ অপরাহ্নে রেনেসাঁস অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে স্কুল ছাত্রী সপ্তপর্ণী দত্তের কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের প্রাণ পুরুষ দীপক দাঁ বিজ্ঞান সংস্থা রেনেসাঁস এর প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘ পথ চলার ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। সেই সঙ্গে এই বিজ্ঞান সংস্থার ভবন নির্মান ও এগিয়ে চলতে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মনিশ দাসগুপ্ত ও কল্যানী দাশগুপ্তের অসামান্য অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান

৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সাংবাদিক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না বিশ্বাস, প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন (বয়েজ) এর প্রধান শিক্ষক আশিক চক্রবর্তী, ইছাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক পাল প্রমুখ। সংস্থার সভাপতি অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও বিজ্ঞান সেবক ড. সুনীল বিশ্বাস এবং সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

স্বাগত ভাষণে বিজ্ঞান সেবক ও বিষয়ক প্রদর্শনী ও সেমিনার, পরিবেশ বিষয়ক নাটক নাটিকা, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা, এছাড়াও ছিল কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল প্রদর্শনী ছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে রেনেসাঁস অঙ্গনের আলোকজ্জ্বল মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। নানা অনুষ্ঠান ও অগনিত ছাত্র ছাত্রী সহ এলেকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে রেনেসাঁস এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

তৃণমূলের প্রচার সভায় মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ এপ্রিল অপরাহ্নে তৃণমূল কংগ্রেসের চাঁদপাড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় ঢাকুরিয়া পল্লীবান্ধব সমাজ মিলন কেন্দ্রে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ১৪ বনগাঁ সংসদীয় আসনে দলীয় প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে এক প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের ব্লক সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস এবং অঞ্চল সভাপতি চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস ও অঞ্চলের আহ্বায়ক উত্তম লোধের আহ্বানে অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েকশো দলীয় কর্মী ও সমর্থক প্রচার সভায় যোগ দেন। সভায় দলের বিশিষ্ট বক্তা ও নেতৃবৃন্দে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক ও দলনেতা সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, তাপসী ঘোষ, অঞ্জনা বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, আই.এন.টি.টি. ইউ সি'র ব্লক সভাপতি ও শ্রমিক নেতা বাপী হাজরা, যুব নেতৃত্ব উত্তম মণ্ডল, তাপস দাস সহ দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যগণ। দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বনগাঁ কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানর্জীর স্নেহধন্য বিশ্বজিৎ দাসকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠানোর আহ্বান জানান। বিশিষ্ট বক্তাগণ রাজ্যের সাধারন মানুষের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জনকল্যানকর প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অনুদান পাঁচশো টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করার বিষয়টিও বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীজির ভাওতাবাজী ও কেন্দ্রীয় সকারের ইডি, সি বি আই, এন আই এ এবং নাগরিকত্ব আইন সি এ এ ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে এক বর্ণাঢ্য মিছিল চাঁদপাড়া ষ্টেশন মোড় হয়ে ২ নং রেলবাজারে আয়োজিত প্রচার সভায় অংশ গ্রহন করে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

ডারউইনবাদ বর্তমানে পাঠ্যসূচির বাইরে

অজয় মজুমদার

পর্ব-৪

স্বভাবগত দিক থেকে প্রতিটি জীবেরই পর্যাপ্ত বা অতিরিক্ত পরিমানে অপত্য সন্তান উৎপাদনের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। ফলে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে জ্যামিতিক বা জিওমেট্রিক হারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-- প্রাণীদের মধ্যে হাতির জনন হার সর্বাপেক্ষা কম। এরা ১২ বছরে মাত্র একটি সন্তান প্রসব করে কিন্তু প্রজননে সক্ষম এইরূপ দুটি হাতির থেকে ৭৫০ বছরে ১ কোটি ৯০ লক্ষ হাতির জন্ম হবে, যদি সব হাতির সন্তানই বেঁচে থাকে।

আবার সামুদ্রিক ঝিনুক(টহরড়)

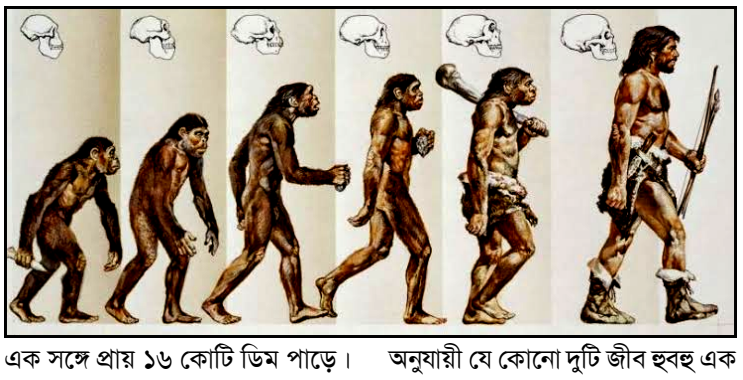

এক সঙ্গে প্রায় ১৬ কোটি ডিম পাড়ে। উৎপন্ন ডিম ফুটে নির্গত ঝিনুক গুলি যদি সবাই বেঁচে থাকে, তবে মাত্র কয়েক জনুর পর গোটা পৃথিবী ঝিনুকে ঢেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।

সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান-- জীবের খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত। তাই জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা বা সংগ্রাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (Extruggle for existance) খাদ্য, আশ্রয় বা জীবন ধারণের জন্য যে প্রতিযোগিতা ঘটে, ডারউইন তাকেই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম আখ্যা দেন। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী এই প্রতিযোগিতা বা সংগ্রাম তিন ভাবে সংঘটিত হতে পারে। যেমন। অন্ত: প্রজাতি সংগ্রাম (Intraspecific struggle): একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে এই সংগ্রাম সংঘটিত হয়। যেমন একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বল প্রাণি ও উদ্ভিদ অল্পদিনেই অনাহারে মারা যায়। খাদ্যের অভাবে বড় তেলাপিয়া ছোট তেলাপিয়াদের, বোয়াল বোয়ালের বাচ্চা খেয়ে ফেলে।

আন্ত:প্রজাতির সংগ্রাম (Interspecific struggle) : এই রকমের সংগ্রাম দুই বা তার অধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত হয়। যেমন, বিড়াল ইঁদুর খায়, হরিণকে খায় বাঘ, ব্যাঙ খায় কীটপতঙ্গ, সাপ খায় ব্যাঙ। আবার ময়ূর সাপ ও ব্যাঙ খায়। এইভাবে খাদ্যের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম চলে। পরিবেশগত সংগ্রাম (Environmental struggle): বন্যা, খরা, ঝড়, তুষারপাত, শৈত্য, বায়ুপ্রবাহ, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে পরিবেশগত সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচন্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলে অবলুপ্ত হয়েছে। ২০০০ সালের বন্যার পর বেশ কিছু এলাকায় গর্তে বসবাসকারী প্রাণীদের কম দেখা গেছে, যেমন সাপ ও ভেরেনাস।

পরিবৃত্তি বা ভেদ (Variation): ডারউইনের মত অনুযায়ী যে কোনো দুটি জীব হুবহু এক রকমের হয় না। দুটি জীবের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য বা ভেদ থাকে। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেও এই ভেদ বর্তমান এবং তা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামকে সাহায্য করে। যেসব ভেদ সংগ্রামে সহায়ক, তাদের অনুকূল প্রকরণ বলে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest): ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী ভেদ বা পরিবৃত্তি অনুযায়ী অথবা প্রতিকূল উভয় প্রকারের হতে পারে। যে জীবের মধ্যে যত বেশি অনুকূল বা ভেদ বর্তমান থাকবে, সেই জীবন সংগ্রামে বা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে তত বেশি সাফল্য পাবে এবং যোগ্যতম হিসাবে বাঁচতে পারবে। অপরপক্ষে, প্রতিকূল ভেদ সমন্বিত জীবেরা জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে পারবে না এবং তারা ক্রমে বিলুপ্ত হবে। অনুকূল ভেদ সমন্বিত জীবেরা জয়ী হওয়ার পর যোগ্যতম হিসাবে জয়ী হওয়ার পর পরবর্তী জনুতে সেই অনুকূল ভেদগুলির বংশানুসরণ ঘটায় বা বংশানুক্রমে অনুকূল ভেদগুলিকে ধরে রাখে। ডারউইন একেই যোগ্যতমের উদ্বর্তন আখ্যায়িত করেন।

চলবে....

অশোকনগর প্রতিবিম্বের সার্থক প্রযোজনা সোনালী ম্যাম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৭ এপ্রিল কলকাতার তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহে অশোকনগর প্রতিবিম্ব নাট্য সংস্থা আয়োজন করে এক নাট্য সেমিনার। বাস্তবতার রকমফের এবং বাংলা থিয়েটার চর্চায় অতীত ও বর্তমান শীর্ষক নাট্য আলোচনায় অংশ নেন কয়েকজন স্বনামখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব। সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় অশোকনগর প্রতিবিম্বের সাম্প্রতিক প্রযোজনা দর্শক প্রশংসিত নাটক সোনালী ম্যাম। নাটক ও নির্দেশনায় বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব পার্থসারথি রাহা। নির্দেশক হিসেবে পার্থ বাবুর দরজার ফ্রেম, ল্যাম্পশেড এবং সফ্ট টয়েসের ব্যবহার নাটকটিতে ভিন্ন ছায়াকে সুন্দরভাবে

ফুটিয়ে তুলেছেন আলোছায়ার নক্সাদার পৃথ্বীশ রাহা। আর এ নাটকে সংগীত বুনেছেন রাতুল রায় তবে সব কিছুর উপরে নাটকের কুশীলবগণের অনবদ্য অভিনয় সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মন জয় করে। মুখ্যচরিত্র সোনালীর ভুমিকায় ন্যান্সির অভিনয় প্রশংসার দাবি রাখে। ডিসি ডিডি'র চরিত্রে অনুপম চন্দ্রের অভিনয় এবং উদয়নীল ভট্টাচার্যের অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর কণ্ঠের গান দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রান্তিক চৌধুরীর পোষাক ভাবনা নাটকটিকে আকর্ষনীয় করে তোলে। প্রতিবিম্বের নতুন নাটক সোনালী ম্যাম সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়ে।

মছলন্দপুরের নেতাজী পল্লীতে বসন্ত উৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ মছলন্দপুরের সাদপুর নেতাজী পল্লীতে ২৪ মার্চ মহাসমারোহে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয় স্থানীয় নেতাজী কলা কেন্দ্র সংলগ্ন প্রাঙ্গণে মা ভবতারিনী স্বনির্ভর গোষ্ঠী আয়োজিত উৎসবে এলেকার মানুজন অংশগ্রহন করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী কার্তিক মজুমদারের আহ্বানে এদিনের উৎসবে যোগদান করেন মছলন্দপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধান কল্পনা বসু ও উপ প্রধান দেবাশিষ দাস। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আয়োজিত উৎসবের প্রশংসা করে। বসন্ত উৎসবে সমবেত ছোট বড় মানুষজন একে অপরকে নানা রঙের আবিরে রাঙিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছোটরা সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষিকা রনিতা দাসের পরিচালনায় সৃজন কলা কেন্দ্রের নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত নৃত্যের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

বিচারক- আইনজীবীদের গোলমাল, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিচারক

প্রতিনিধি ঃ আইনজীবীদের কর্ম বিরতিকে কেন্দ্র করে বিচারক আইনজীবীদের গোলমালের ঘটনায় বিচারকের কাজে বাধা দেবার অভিযোগ একাংশের আইনজীবীদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি রেজুলেশন করে বিচারককে জানানোর পরেও কর্মবিরতি উপেক্ষা করে বিচারক আদালতে কাজ করা সরব আইনজীবীরা। শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনগাঁ মহকুমা আদালত চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। আদালত চত্বরে আইনজীবীরা মিছিল করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ওই আদালতে কর্মবিরতির ডাক দেন।

ঘটনার পর অসুস্থ বোধ করায় বিচারপতি এ.ডি.জে.-এফ.টি.সি—২ সোমা চক্রবর্তীকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন আদালতের কর্মীরা। হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিচারক বলেন, 'অনেক ল-ইয়াররা একসঙ্গে এসে বিশাল চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছেন। আমাকে বাধ্য করছিল ওনাদের কথামতো অর্ডার শিট তৈরি করতে। ওনাদের দাবি ছিল, কেন এই মামলাটা নেওয়া হল? রেজ্যুলেশনটা ওনাদের। আইনজীবী যদি আসেন স্টেপ নেন মামলা করতে চান আমাকে মামলা নিতে হবে। কারণ রেজুলেশনটা আমার নয়, ওনাদের। ওনারা ওনাদের লোককে আটকাতে পারেনি। আইনজীবীদের চিৎকার দুর্ব্যবহারে আমি অসুস্থ বোধ করি। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আদালতের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, 'আদালতের একজন ল-ক্লার্ক রতন হালদার মারা গিয়েছেন। দুই বার ও ল-ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন মিলে রেজুলেশন করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার কর্মবিরতি পালন করা হবে। বনগাঁ মহকুমা আদালতের ল-ইয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক সুপ্রিয় ব্যানার্জি বলেন, 'রেজুলেশন করে জানানোর পরেও আমরা জানতে পারি ওই আদালতে মামলা চলছে। আমরা গিয়ে যিনি মামলা করছেন তাকে আদালত ছেড়ে বাইরে আসতে বলি। সে সময় বিচারপতি বলেন, আপনারা এখানে এসে বলছেন, আমি অসুস্থ অনুভব করলে হাসপাতালে যাব। আমাদের একজন সিনিয়র আইনজীবীকে উনি কালপ্রিট বলেছে। আমরা বিচারকের কাজে বাধা দিতে পারি না। আমরা কাল থেকে ওই আদালতে মামলা করব না।'

বনগাঁ লাইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দাস বলেন, 'রেজুলেশন করে আমরা জানিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও বিচারক কাজকর্ম করেছে। আমরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং এসিজেএমকে ঘটনা জানাবো এবং আগামীকাল থেকে কর্মবিরতি পালন করব।

এদিন দুপুরে ওই বিচারকের ঘর তালা লাগানো অবস্থা দেখা যায়। সে প্রসঙ্গে সমীরবাবু বলেন, কেউ হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে দিতে পারে। আমরা তালা লাগাইনি।

জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে। **মোঃ ৭০৭৬২৭১৯৫২**

বড়মা'র ঘরের দখল

গত সপ্তাহের পর

সোমবার বিকেলে দুপক্ষই ঠাকুরবাড়িতে লোকজন জমায়েত করতে শুরু করে । দু'পক্ষের মধ্যে স্লোগান পাল্টা স্লোগানে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে মমতা ঠাকুররা ঠাকুরনগরে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল করেন। যদিও বীণাপাণি দেবীর ঘরের সামনে পূর্ব ঘোষিত তাঁদের ধর্ণা কর্মসূচি পরে মমতা ঠাকুর বাতিল করেন। গোলমালের আশঙ্কায় বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গোলমাল এর আশঙ্কায় এদিন রাত পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ি ও মেলার মাঠে লোকজনের উপস্থিতি খুব কম ছিল।

প্রার্থী প্রদীপ বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর

সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯৩ সালে বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের মেম্বার ছিলেন। ৯৮সালে কংগ্রেসের টিকিটে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতিতে ও ২০০৩ এ জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত প্রদীপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ১৯৮৪ সাল থেকে দল করছি। দল পরিবর্তন করেন নি। পঞ্চায়েত থেকে পোস্টার মেরেছে। দল সম্মান দিয়েছে, লড়াই করবো।

হুমকি চিঠি শান্তনুকে

গত সপ্তাহের পর

সাংবাদিকদের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানালাম।" শান্তনুর দাবি, চিঠি পাঠানে হয়েছে দেগঙ্গা থেকে। প্রেরকের নাম আছে নজরুল ইসলাম,সাহেব আলী,ফরেজ আলির।

তৃণমূলের দাবি, পুরোটাই শান্তনুর নাটক। তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুর বলেন, "পুরোটাই নাটক। শান্তনু ঠাকুরের নাটক। ,শান্তনু ঠাকুর নিজে ভোটের জন্য এই নাটক করছেন। রবিবার যেভাবে অত্যাচার করেছে, তা সমস্ত মতুয়া ভক্তরা দেখেছে। তার থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এই নাটক।" তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "আদালতের মনিটরিংয়ে চিঠির তদন্ত করা উচিত।" পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভক্তের মৃত্যু

প্রথমপাতার পর...

ঠাকুরবাড়িতে কামনা সাগরে পুর্ণ্য স্নানের জন্য দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মতুয়া ভক্ত, গোসাই, পাগলেরা জড়ো হন। ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ভিড়ের চোটে পথ চলা দায় হয়ে ওঠে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রায় ছয় লক্ষ পুর্ণ্যার্থী আসেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

মঙ্গলবার বনগাঁয় যশোহর রোড এলাকায় তোলা নিজস্ব চিত্র।

মছলন্দপুর ইমন মাইমের শিশু নাট্য মেলা

সঞ্জিত সাহা ঃ বিশ্ব নাট্য দিবস পালনের উপলক্ষ্যে সম্প্রতি মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার নিজস্ব পদাতিক মঞ্চে আয়োজন করেছিল সারাদিন ব্যাপী একটি বিশেষ "শিশু নাট্য কর্মশালা"। মোট ৪২জন শিশু-কিশোর বন্ধুরা এই কর্মশালায় অংশ নেয়। এদিন কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি বুলু সাহা। উপস্থিত বন্ধুদের প্রশিক্ষণ দেন অনুপ মল্লিক, জয়ন্ত সাহা, সৃজা হাওলাদার ও ধীরাজ হাওলাদার। কর্মশালা শুরুর আগে সকাল ১০টায় ইমনের বন্ধুরা বিশ্ব নাট্য দিবস উপলক্ষ্যে মছলন্দপুর বাজার থেকে একটি পদযাত্রা করে পদাতিক মঞ্চে পৌঁছন। তারপর অতিথি আপ্যায়নের পর শুরু হয় কর্মশালার কাজ। প্রথমেই সংস্থার কর্ণধার ধীরাজ হাওলাদার বিশ্ব নাট্য দিবস পালনের গুরুত্ব আলোচনা করেন। এদিনের কর্মশালায় প্রশিক্ষক অনুপ মল্লিক মূলত থিয়েটারে নানা রকম খেলার মাধ্যমে মূকাভিনয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। জয়ন্ত সাহা প্রশিক্ষণ দেন নাটকে বিভিন্ন স্থির কম্পোজিশন ব্যবহারের বিষয়টি। শিশুদের তাল ও ছন্দের প্রাথমিক ধারণা দেন সৃজা হাওলাদার। কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী ছোট বন্ধুরা প্রবল উৎসাহে ও আনন্দের সাথে খেলতে খেলতে শেখার পাঠ নেয়।

মুকুলিকার নাট্য উৎসব

প্রতিনিধি ঃ সফলতার সাথে শেষ হলো মুকুলিকা গানের স্কুলের আনন্দধারা নাট্য উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়। গত ৩০ এবং ৩১ মার্চ মেদিয়া ছাত্র কল্যাণ সমিতির মুক্ত মঞ্চে পাঁচটি নাটক সহ শ্রুতি নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি, এবং সংগীতের মাধ্যমে আনন্দধারা নাট্য উৎসব উদযাপিত হয়। দর্শকদের প্রশংসায় প্রশংসিত হয় বিভিন্ন প্রযোজনা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আনন্দধারা নাট্য উৎসবে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌর প্রধান মাননীয় শ্রী শঙ্কর দত্ত মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সদস্য শ্রী উদয় কুমার দাস, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক ও সমাজসেবী শ্রী সুকুমার নাথ, ছিলেন ছাত্র কল্যাণ সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রী নরেন দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দুদিনের নাট্য উৎসবে মুকুলিকা গানের স্কুল পরিবেশন করে সংগীতানুষ্ঠান, শ্রুতি নাটক, এবং অনিমা দাসের নির্দেশনায় পরিবেশন করে নাটক অথঃ দাঁড় পাল কথা, এছাড়াও পরিবেশিত হয় খড়দা থিয়েটার জোন এর নাটক আমি তো সেই মেয়ে, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ভীষ্মের শরশয্যা, চিরন্তন এর রামায়ন কথা, ইমন মাইম সেন্টারের নাটক যুযুধান, গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম এর নাটক দর্পণ। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন চয়ন দাস, পরিচালনা করেন সংগঠনের সম্পাদিকা শ্রীমতি অনিমা দাস। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পরিবেশে সকল সাধারণ মানুষদের জন্য মুকুলিকা গানের স্কুলের এই আয়োজন প্রশংসার যোগ্য।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 **মোনালিসা ফার্ণিচার**

মধুসূদনকাটি সমবায়ে গোডাউনের উদ্বোধনে বহু বিশিষ্ট জনের সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২০ মার্চ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রাজ্যে তথা দেশের সেরা গাইঘাটার অন্যতম মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে নবনির্মিত গোডাউনের উদ্বোধন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ড. হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, স্থানীয় খাঁটুরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা চিত্রমিতা মণ্ডল, বিষ্ণুপুর নির্মলা প্রভা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কল্যান কুমার দাস, জেলা পরিষদ সদস্যা শিপ্রা বিশ্বাস,স্থানীয় সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান মিহির বিশ্বাস,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য টুকু চক্রবর্তী প্রমুখ।

সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নের সদস্য বর্ষিয়ান পঞ্চানন মণ্ডল এদিন ফিতে কেটে নবনির্মিত অনুষ্ঠান মঞ্চের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান, সমিতির সম্পাদক দেবাশিষ বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক কালিপদ সরকার। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে সমবায় সমিতির গুদাম ও অনুষ্ঠান মঞ্চ নির্মান এর এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জি বাংলার ড্যান্স বাংলা ড্যান্সে চ্যাম্পিয়ন শিশু শিল্পী রাজন্যা সাধুর নৃত্যশৈলী ছাড়াও নবনীতা মণ্ডল ও সোহিনী চক্রবর্তীর নৃত্যানুষ্ঠান এবং ঐন্দ্রিলা দালাল ও নিশীথ ঘোষ এর সংগীতানুষ্ঠান এবং সবশেষে কাঁচরাপাড়া ফিনিক এর দর্শক প্রশংসিত নাটক সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। এদিনের অকাল বর্ষণকে উপেক্ষা করে এলেকার বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে সমিতি নির্মিত গোডাউন ও মঞ্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

সাহিত্য সভায় কবি মিন্টু বাড়ৈ এর গ্রন্থ প্রকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙার সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৫২ তম মাসিক সাহিত্য সভায় পৌরোহিত্য করেন

বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার। সেবার অন্যতম সেবিকা সোনালী চক্রবর্তীর কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভার সূচনা হয়। জন্ম মাসে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও রসায়নবিদ রাজশেখর বসু (পরশুরাম) প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান সমবেত কবি সাহিত্যিকগণ।

বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা রচিত কবিতাটি পাঠ করে শোনান বর্ষিয়ান কবি বিবর দত্ত। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা ও সাহিত্য পাঠ করে শোনান। স্বাগত ভাষণে সেবার সংস্কৃতি প্রেমী সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সমিতির বছরভর বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন।

এদিনের কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গোবরডাঙা প্রীতিলতা শিক্ষানিকেতন (বয়েজ) এর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক এবং গোবরডাঙা গবেষনা পরিষদ এর প্রাণপুরুষ দীপক কুমার দাঁ-কে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, পুস্তক, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

এদিনের সাহিত্য সভায় বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক মিন্টু বাড়ৈ রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এবারে মুক্তি দাও' গ্রন্থটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। উপস্থিত সকলেই কবি শ্রী বাড়ৈ- এর এই মহতী প্রয়াসকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মিন্টু বাবুকে কাব্য চর্চা অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানান। এদিনের সাহিত্য সভার সঞ্চালক স্বনামধন্য কবি ও সুগায়ক প্রবীর কুমার হালদারের সুচারু পরিচালনায় এদিনের সাহিত্য সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর বিশ্ব নাট্য দিবস পালন

প্রতিনিধি ঃ বিশ্ব নাট্য দিবসকে স্মরণীয় করতে শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী আয়োজন করেছিল "আমরা কি মনঃসংযোগ দিয়ে থিয়েটার চর্চা করছি?" শীর্ষক আলোচনা চক্রের। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাট্যকার-নির্দেশক দিলীপ ঘোষ। দিলীপ বাবু বিশ্ব নাট্য দিবসের গুরুত্বের দীর্ঘ আলোচনা করে শুরু করেন শীর্ষক আলোচনা চক্রের। তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই আলোচনায় সর্ব প্রথম শ্রাবণী সর্দার বলেন, নিজের সংসার ঠিক রেখে নাটকের প্রতি মনঃসংযোগ রাখা সত্যি কঠিন কাজ। এগারো বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি আর করে যাব। ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্যের শেষে দিলীপ বাবু আপ্লুত হয়ে বলেন, এমন মনঃসংযোগ দিয়ে শেখার মানসিকতা থাকলে এই দল অল্প দিনে অনেক বড় স্তরে পৌঁছে যাবে।

বিশ্ব নাট্য দিবসে নাবিক নাট্যমের নানা অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম গত সম্প্রতি পালন করলো বিশ্ব নাট্য দিবস। দলের সকল সদস্য ,সদস্যা ও আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে নাবিক নাট্যমএর নিজস্ব মহলা কক্ষে এই বিশেষ দিনটি তারা পালন করলো। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নীলাদ্রী শেখর কাঞ্জিলাল ও ধীরাজ হাওলাদার। নীলাদ্রী শেখর কাঞ্জিলাল অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা করেন। তাঁর বক্তব্য ও নাটকের গানে সবাই মুগ্ধ হয়। ধীরাজ হাওলাদার এই বিশেষ দিনটির গুরুত্ব নিয়ে অতি সুন্দর বক্তব্য রাখেন। দলের সকল সদস্য ও সদস্যারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি ভরিয়ে তোলে। শিশু কিশোর কর্মশালা বিভাগের কচিকাচারা নাচ, গান, কবিতা ও ছোটো নাটকের পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের এক আলাদা মাত্রা যোগ করে ইমন মাইম সেন্টারের কুশীলবরা। নাচ, গান, মাইম সব মিলিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি উৎসবের আকার নেয়। সঞ্চালনা করেন দলের নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারি।

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছায়— সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626
টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**

নববর্ষের শুভেচ্ছায় সার্বভৌম সমাচার

বাক্যের যন্ত্রণা

সুনীল কুমার রায়

ঘরের কাছে নির্বাচন। আমরা বিভিন্ন মানসিকতার সবাই দিন গুনছি। সমস্যা সাধারণ মানুষকে নিয়ে। নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী, তার অনুগামীরা, দলীয় নেতৃত্ব বিভিন্নভাবে মানুষকে বুঝিয়ে চলেছি। কি করেছি, কি করতে চলেছি, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগে ভোটারিধারিকের পৌঁছাই।

নির্বাচন এলে সাধারণ মানুষকে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার অসম প্রতিযোগিতায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলি। মানুষ হয় নির্বাক। কিন্তু, অসহায় বোধ হয় যখন দেখি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা শব্দযন্ত্র ধরে বিভিন্ন ব্যবহারে সামঞ্জস্যহীন বাক্য প্রয়োগে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই অসার বক্তব্যে রাজনৈতিক গভীরতা থাকে না, শব্দ প্রয়োগের শৃঙ্খলাবোধ থাকে না। কিছু সময় বক্তব্যের উত্তেজনায় শব্দ অলংকরণে শিষ্ঠাচারকে লঙঘন করি। যন্ত্রচালিত মানুষ হাততালি দিয়ে কিছু প্রকাশ করি। যেমনটি খেলার মাঠে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে দর্শকদের উত্তেজিত করি। এটা এক সহজাত ধর্ম।

পারস্যের বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক হাফেজ একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন, ''আমাদের উচ্চারিত শব্দই আমাদের বসবাসের গৃহ।'' কথাটির গভীরতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিনিয়ত কথার মাধ্যমেই আমাদের মনোজগতে নিজ গৃহ নির্মান করে চলেছি। আমার কথার মাধ্যমে কটু কথা বললাম বা ভালো কথা বললাম সব কিছুই মনের ভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়। কাউকে প্রকাশ্যে বিভিন্ন বিশেষণ প্রয়োগ করে কথার অপপ্রয়োগ করলাম। এসব মনের ভাবগৃহে অবস্থান করে। ভালো কথা বললেও অনুরূপ উপলব্ধি হয়। আমরা যে কথাই যেভাবেই বলি না কেন তার অন্তর্নিহিত ভাব আমাদের ভিতরেই নির্মিত হয়। এর উপরেই নির্ভর করে আমাদের মানসিক অস্থিরতা, শান্তি- অশান্তি। চিন্তা এবং তার বহিঃপ্রকাশ। আমরা এগুলি যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করলে অনেক সমস্যার সমাধান।

যে কোন রাজনৈতিক দলের কিছু স্তাবক আছে, মাথা অবনত করা সংবাদ মাধ্যম আছে। এরা অস্থির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অযথা উত্তেজিত করে। ফলে শব্দযন্ত্রে বাক্যের বিকৃতরূপ প্রকাশে আসে। এখানেই সময়ের পরিবর্তনে রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দের অপারদির্শকতা।

আমরা বাংলা সহ ভারতের এমনকি বিশ্বের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই যাদের সংযমতা, বাক্যের প্রকাশ, বিষয়ের গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। আসাধরণ উপমা সহযোগে অবাঞ্চনীয় শব্দ দ্বারা সৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ না করেই মানুষকে প্রভাবিত করেছে। ইতিহাসের সত্যতা হারিয়ে যায় নি।

নির্বাচন এলে নিজ নিজ দলের ভাবমূর্তির মলাটকে সাজিয়ে তুলতে অপরকে অক্রমনাত্মক কথার বন্ধনিতে বিদ্ধ করতে পিছপা হই না। প্রয়োগ করা সে সব বাক্য আপত্তিজনক হলেও বা বিষয়ের গভীরতা না। থাকলেও প্রশংসার বহরে আপ্লুত হই। আমাদের সমস্যা এখানেই। 'রাজা তুমি উলঙ্গ কেন' বলবার মানসিকতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনুরাগী হরিপদ মিত্রকে এই ভাব কথা, শব্দ এবং হৃদয়ের মেলবন্ধন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের ভিতরকার ছবিই জগতে প্রকাশিত হয়েছে।

গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা। এর ব্যাখ্যা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় লেখা যায়। শেষ হবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত কথার মাধ্যমেই সব ভাব প্রকাশ করে থাকি।

আমরা কথার মাধ্যমেই রাজনৈতিক দৃষ্টির বিচারে ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি।

আমাদের ব্যবহৃত শব্দের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট কাব্য আমার জীবনবোধ, মূল্যবোধ, মানসিক অবস্থা, আমার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির প্রকাশ করে থাকে। আমার ইতিবাচক ভাবনাই সমাজকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নিয়ে যাবে। এর জন্য কথার আক্রমন নয়, বিষয়ের উপলব্ধি, গভীরতা চাই।''

তাই অনুরোধ সার্বিক চিন্তা ভাবনার নিয়ন্ত্রণের মেলবন্ধনে মনের ভিতরের ঘরটিকে সবার আগে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে গোছানোর দরকার। এর মাধ্যমেই সমাজ দেখবে সমাজের নিয়ন্ত্রকদের মন ও মুখ এক। অন্তরের গৃহ সৃজনশীল হলে নির্বাচনী জনসভায় দল ও নিজেকে মেলে ধরবার অসীম জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুস্থ্য থাকুন, ভালো থাকুন

পীসুষ কান্তি ধর

সবাই কে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আমরা সবাই ভালো থাকতে চাই। ভালো থাকতে হলে সতর্ক ও সতেচন হতে হবে। সচেতন হলে বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যে জেগে ঘুমিয়ে থাকে তাকে, জাগানো কষ্টকর। অর্থাৎ যে জেনে শুনে বিষপান করছে, সে সুস্থ হবে কী করে? জেনে শুনে বিড়ি, সিগারেট, মদ, পানমশলা, চা খেয়ে যাচ্ছি, তার কুফলও আমরা জানি, ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। সবাই আমরা বাঁচতে চাই। সুস্থ থাকতে চাই। সুস্থ থাকলে সমস্ত কাজ সুন্দর ভাবে করা যায়। অসুস্থ হলেই ঔষধের দরকার। দরকার অর্থের। তার জন্য সময় নষ্ট হয়। বেশির ভাগ রোগ একদিনে হয় না। তার দুটো ভাগ আছে। আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া প্রকাশ পাবার পর বাহ্যিক লক্ষণ দেখা দেয়। যখন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা দেয়। অর্থাৎ ভেতরের যে যন্ত্রগুলো আছে বা অর্গানগুলো যখন নিস্ক্রিয় হয় বা কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, তখন সেই রোগ বাইরে প্রকাশ পায়। যখন বাইরে প্রকাশ পায় তখন আমরা বুঝতে পারি রোগ হয়েছে। আমাদের শরীরের ভেতরে যে যন্ত্রগুলো আছে, তা আমরা দেখতে পাইনা। যদি দেখতে পেতাম তখন বুঝতে পারতাম যে তার কাজ ও ক্ষমতা।

প্রত্যেকটা মানুষের জানা উচিত যে, আমাদের শরীরে ভেতর কী কী যন্ত্র আছে এবং তার কাজ কী। যদি এটা বুঝতে পারে তবেই সে সতর্ক ও সচেতন থাকবে প্রত্যেক খাদ্যের ব্যাপারে ও প্রত্যেক জিনিসের উপর।

আমি ধারাবাহিক ভাবে প্রিয় পাঠকদের জন্য মানুষের সুস্থ, মঙ্গলময় জীবন কামনা করে এই পত্রিকায় লেখার সুযোগ পেয়েছি। আশাকরি আপনারা ভালো থাকবেন। প্রয়োজনে আমাকে ফোন করে জানতে পারবে। শুভ নববর্ষ- ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।

প্রেম আসে

জয়শ্রী মিত্র

ইচ্ছে করে প্রতিদিন প্রেমে পড়তে
গাছ, ফুল পাখি দেখে প্রেম আসে।
যখন দেখি তোমাকে
আমার স্বপ্নে তুমি এসেছিলে
অবসাদে প্রেম যায় পেয়ে
তুমি চেতন অবচেতন দুটো অবস্থাতে
আমাকে তোমার অনুভূতি শুদ্ধ করেছে
অসভ্য হয়েছি নষ্ট হতে হতে।
আমার দুর্নাম জুটেছে।
জানিনা তোমার চোখ কী কথা বলে?
তোমার কাছে প্রেম চেয়েছি
বরাবরের জন্যে।

কলম

সন্তু চক্রবর্তী

চাইলে পারো করতে সঠিক বিচার
চাইলে করতে পারো অনাচার
এক খোঁচাতে হয় সিদ্ধান্ত
তোমার নেই যে চলার অন্ত
ভিন্ন তুমি ভিন্ন বর্ণের
নাম যে তোমার ভিন্ন
তোমায় ব্যবহারে পারছে যোগাতে অন্ন।
অনেক জায়গায় তোমাকে যায় দেখা
হাট বাজারে অফিস আদালতে, টিউটোরিয়াল হেসে
কখনও বা পড়ে থাকে একা।
তোমার ব্যবহারে প্রেসে আনে গতি
তোমার অব্যবহারে ধ্বংস হয় প্রগতি।
তোমার অভাবে ছোট্ট কিশোর
পারে না লিখতে ছড়া
তোমার জন্য কত প্রতিভা দেয় ধরা
তোমার ছোট্ট আচরেই
ভিন্ন হয় দাম্পত্য জীবন
তোমার এক ছোট্ট আচরেই মিলতে পারে মন।
কত কবি তোমার জন্য পায় ছন্দ
কত লেখক লিখতে পারে মানুষের ভালো মন্দ
প্রশ্ন যদি করা হয় নামটি তার কি?
উত্তরে তাহলে বলতে হয় কলম ছাড়া আবার কি?

হের্মান গুন্টার গ্রাসমান

সুকমলেন্দু সাহা

১৫ই এপ্রিল তারিখটি যার নামের সাথে যুক্ত তিনি বহুমুখী প্রতিভাধর হের্মান গুন্টার গ্রাসমান। ১৮০৯ খ্রিঃ ১৫ই এপ্রিল বালটিক সাগরের উপকুলে স্টেটিন নামের এক ছোট শহরে গ্রাসমান জন্মগ্রহন করেন।

তাঁর পিতা ছিলেন গণিতবিদ। অধ্যাপক হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত গুন্টার গ্রাসমান ভারতবাসীর কাছে একটি বিশেষ প্রিয় নাম। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ভারতবাসীর মনে তিনি চির শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য বেদ বেদান্ত বিষয়ে তিনি দীর্ঘযান গবেষণা করেন। ঋগবেদের অনুবাদ প্রকাশ করে গ্রাসমান ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন।

তাঁর জীবনের স্মরনীয় ঘটনা ঋগবেদের অনুবাদ রচনা। 'ভেরটের বুখৎসূত্র ঋগবেদ' নামাঙ্কিত গ্রন্থটি পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত। মাত্র চার বছরের চেষ্টাতেই গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যে ক'জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্বের চেষ্টা ও আগ্রহে জার্মানীতে ভারততত্ত্ব চর্চা প্রসার লাভ করেছিল, গ্রাসমান নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি।

১৮৭৭ খ্রিঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত গুন্টার গ্রাসমান পরলোক গমন করেন। এই মহান গণিতজ্ঞ ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের প্রতি হইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ

নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি আঁকা শুরু করেন জীবনের শেষ পর্বে। যদিও চিত্রাঙ্কনে কবির কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। অবশ্য কবিতা লেখার সময় তিনি লেখার হিজিবিজি কাটাগুলিকে একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই কবিগুরুর ছবি আঁকার সূচনা।

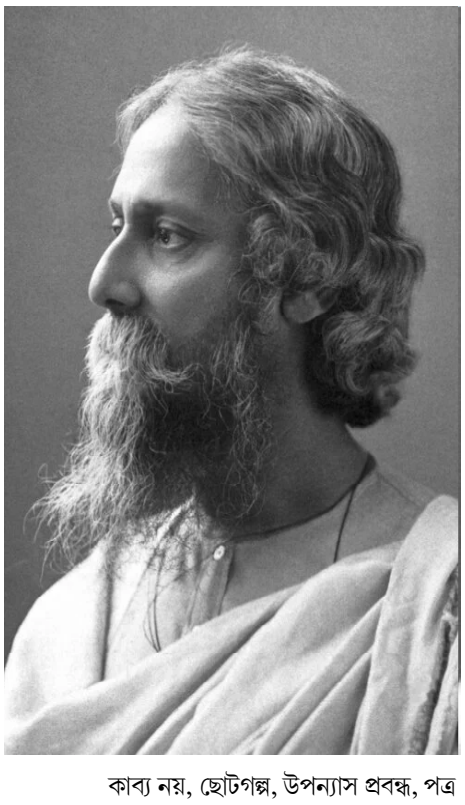

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কবির আঁকা স্কেচ ও ছবির সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজারের মতো। সেগুলোর অধিকাংশই শান্তি নিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রয়েছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের কতিপয় চিত্রশিল্পীর উৎসাহে ১৯২৬ সালে প্যারিসের পিগাল আর্ট গ্যালারিতে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে কবির কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়। ছ বিতে রং ও রেখার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সংকেতের ব্যবহার করতেন।

মূলত কালিকলমে আঁকা স্কেচ, জল রং ও রেজশ রঙের ব্যবহার করেই রবি ঠাকুর ছবি আঁকতেন। কবির আঁকা ছবিতে দেখা যায় মানুষের মুখের স্কেচয বিভিন্ন প্রাণীর আদল নিসর্গদৃশ্য, ফুল, পাখি ইত্যাদি ছাড়াও তিনি নিজের প্রতিকৃতিও এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্রকলায় নতুনত্বের ছোঁয়া ছিল যথেষ্ট, তবে কবি নানা ধরণের অঙ্কনশৈলী আয়ত্ব করেছিলেন। তার মধ্যে রয়েছে নিউ আয়ারল্যাণ্ডের হস্তশিল্প, কানাডার 'হাইদা' খোদাই শিল্প, ছাড়াও ম্যাক্স পেকস্টাইনের 'কাঠখোদাই' শিল্প। যা চিত্রাঙ্কন প্রেমীদের আকৃষ্ট করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে সহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তবে শুধু কাব্য নয়, ছোটগল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ, পত্র সাহিত্য, নাটক প্রসহন, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর তার পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। তাঁর বিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষা চিন্তা ও রানৈতিক মতাদর্শ ছিল উল্লেখযোগ্য।

কবির সাহিত্যশৈলী ও নৃত্যশৈলী দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়। হিমালয় প্রতিম ব্যক্তিত্ব কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার সৃষ্টি সম্ভার বিশ্ববাসীর নিকট চীর স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দুটি জুঁই ফুল

দেবাঞ্জন ঘোষ

আসমুদ্র হিমাচল সেই মেয়েটি আর দুটি জুঁই ফুল
এলোকেশীর সুগন্ধকে আপন করতে চেয়েছিল
ফুল দুটির গন্ধ
সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এক মোহময় আকাঙ্খিত সৌন্দর্য্যের
যা পৃথিবীর বুকে এক নতুন নজির গড়ে তুলবে
ফুল দুটি নিজেদের কথা রেখেছে
দিনের শেষেও ফুলদুটি শুকিয়ে যায়নি
এক বিভীষিকাময় রাতে
তখন তার সুবাস জানান দিচ্ছে বারবার
তার আকাঙ্খিত বাসনা পূর্ণ হয়েছে
সহস্রাধিক বিষাক্ত পোকা নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল
ফুলদুটিকে
পারেনি, বারবার শুধু পরাস্ত হয়েছে
ফিরে যেতে হয়েছে ওদের প্রতিবারই
ফুলদুটি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছে
অমরত্বের স্বাদ পেতে চায় ওরা।
অব্ধির ঢেউ উঠেছে
শুক্লপক্ষের চাঁদের আড়ালে
এসবের সাক্ষী থেকেছে সেই মেয়েটি
তার সঙ্গ দিয়েছে জুঁই ফুল দুটি
তাদের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র সমুদ্রতটে,
দূর থেকে ভেসে আসছে এক অপার্থিব সুর
কেউ তার এসরাজে মিষ্টি একটা সুর তুলেছে।
দিলরুবায় মেতে উঠেছে সমুদ্রের জলরাশি
দুটি জুঁই ফুল আর এসরাজের সংমিশ্রণ
এক বার্তা প্রেরণ করতে চাইছে
হয়ত কোনো এন্তেজারের অবসানের!

সমাধিলিপি

পাঁচুগোপাল হাজরা

তোমার সমাধি পরে ফুল ঝরে পড়ে
তোমার— তোমারই সমাধিলিপি আজও জ্বলজ্বল
করে। মাত্র কয়েক বছর দিনযাপান ঘর সংসার
এই বাংলা ভাষাকে ঘিরে——
তবু আজও আলোকের ঝর্ণাধারায় পদ্মাবতী,
শর্মিষ্ঠা,মেঘনাদ, বীরাঙ্গনা কাব্য যশোরের
সাগরদাঁড়ি বিদেশ বিভুই ছুঁয়ে কলকাতায় ফিরে
আসা এখানেই জীবনের শেষ ঠিকানা
ভালোবাসা। নিজের হাতেই লেখা নিজের
সমাধিলিপি দাঁড়াও পথিকবর——
কী অদ্ভুত কী প্রবল আস্থা! বাংলা ভাষার
প্রথম সার্থক সনেট মহাকাব্যের রচয়িতাকে
ঘিরে আজও আবর্ত বাংলা ভাষা। আলোচনা
সভা -বইমেলার থিম সবই তোমাকে ঘিরে।
জন্মের দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন এক- দুই
করে দেখতে - দেখতে দুশোবছর পার,
মধু কবি তোমার জন্যই মাথা উঁচু
আজ তোমায় নমস্কার।

শ্রী গোপাল হার্ডওয়ার্স

প্রোঃ- তপন মজুমদার ☎ মোঃ- ৯৯৩২৬৩৮১২২

এখানে ইলেকট্রিক, হার্ডওয়ার ও প্লাম্বিং-এর যাবতীয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

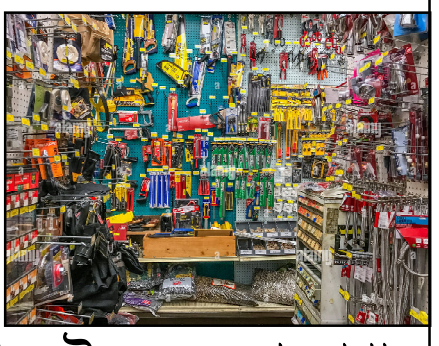

ঢাকুরিয়া, চাঁদপাড়া ১নং রেল বাজার, উত্তর ২৪ পরগণা

HAVELLS WATER PURIFIERS
PAANI SE PANGA MAT LO

হোম কেয়ার সার্ভিস
HAVELLS ওয়াটার ফিল্টারের একমাত্র সার্ভিস সেন্টার।
চাঁদপাড়া স্টেশন রোড, ঢাকুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা Mob : 9635662141